সিডনিতে একুশের শ্রদ্ধাঞ্জলি

যথাযোগ্য মর্যদায় একুশ একাডেমির উদ্দ্যেগে সিডনিতে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত ।

হারুন রশীদ আজাদ ঃ প্রতিবারের মত এবার ও সকাল থেকে এসফিল্ড পার্কে শহীদমিনার প্রাঙ্গনে বসেছিল একুশে'র বইমেলা ও দিনভর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেশাত্ববোধক গান ,নৃত্য ,নাটক মিনারের শব্দশোন , কবিতা ,সেইসাথে "দ্রুন্নপদি"নামের ক্যানবেরার শিল্পী গোষ্ঠির মনমাতানো দেশাত্ববোধক গানের সুর মুর্ছনায় পুরো অনুষ্ঠানটি প্রানবন্ত্ব হয়ে উঠেছিল ।ক্যানবেরার শিল্পীদের মধ্যে , রবীন গুডা , অভিজিত সরকার , সৌরভ আর্চায্য ,শম্পা বড়ুয়া , প্রিয়াংকা বিশ্বাস , অরুন্নপা সরকার এবং পুন্যা জয়তী । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় বাংলাদেশ হাইকমিশনার লেঃজেঃ মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী , বিশেষ অতিথি নিউ সাউথ ওয়ালস সরকারের মন্ত্রী ভার্জীনিয়া জর্জ , সিটি অব ক্যাণ্টাবেরির মেয়র বরার্ট ফেরোলো এমপি এসফিল্ড সিটি কাউন্সিলের ডিপুটি মেয়র , নিউ সাউথ ওয়ালস এর বাংলাদেশর অনারারি কন্স্যুলেট জেনারেল জেনারেল এ্যন্থনী কুরি , এছাড়া কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাগন উপস্থিতি ছিলেন । একুশ একাডেমির শিল্পী গোষ্ঠি " অভিযাত্রী " শিল্পী অমিয়া মতিন এবং যন্ত্রী অভিজিত রড়ুয়ার নেত্রীত্বে বিশাল বহর গন সংগীত, দেশাত্ববোধক,এবং রকমারি গানে সর্বক্ষন মঞ্চ মাতিয়ে রেখে ছিলেন । শিশুদের নৃত্যসংগীতঅনুষ্ঠানও ছিল আকর্ষনীয় ! ,কার্টুনিষ্ট ,ব্যঙ্গরচনা পটু আশীষ বাবলু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা , পুরস্কার বিতরন এবং শেষ বিকেলের কবিতা উপস্থাপনাও ছিল আকর্ষনীয় । একুশ একাডেমির সভাপতি মফিজুল হক এবং সাধারন সম্পাদক আল নোমান শামীম জানান দিনের শুরুন্নতে প্রচন্ড গরমের তাপ, অন্যদিকে আবহাওয়া সংবাদে বিকালের দিকে বৃষ্টিপাতের সংবাদে আমরা সংকিত হলে ও মনের টানে সাধারন মানুষ ঠিকই উপস্থিত হয়েছে শহীদমিনার প্রাঙ্গনে বইমেলায় ।

১৫জন ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে বাংলাকে হাইস্কুলে অর্ন্তভুক্ত করা যাচ্ছেনা !! বক্তৃতা পর্বে দুঃখ ও আহাজারি ছিল মাননীয় হাই কমিশনার ও বাংলা প্রসার কমিটির সাধারন সম্পাদিকা হাসিনা আক্তার মিনি'র কণ্ঠে । হাই কমিশনার জনাব লেঃজেঃ মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী তার পুর্বের বক্তা হাসিনা আক্তার মিনি'র আক্ষেপের কথা শুনে বলেন সিডনিতে ৫০ থেকে ৫২ হাজার বাংলাদেশীর বসবাস ,সেখানে (অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে)বাংলা ভাষায় হাইস্কুলে ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা !এসংবাদ হতাশ হওয়ার মত । দীর্ঘদিন ধরে বাংলা শিক্ষিকা হিসাবে নিবেদিত ব্যক্তিত্ব সামসিয়া সোলেয়মানের সাথে কথা বলে জানাগেল ভিন্ন চিত্র। লাকেম্বাস্থ হ্যামডেন রোডেরপ্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে তিনি ১৩০ জনের মত শিশুকে রাংলা শিক্ষাদান করেছেন । তিনি পুর্বে মেট্রোভিল পাবলিক স্কুলের বাংলা শিক্ষক ছিলেন , আবার সেখানেই ফিরেছেন বলে জানাযায় ।

বিশাল এই পৃথিবীতে বাংলা এখন আরবী , হিন্দি , উর্দু ভাষাকে ছাড়িয়ে , বিশ্বের ষষ্ঠবৃহত্বর ভাষা হলেও এ ভাষায় কথা বলার মানুষেরা এই সংবাদটি ভাষা বিশেষজ্ঞদের বোগল তলা থেকে বের করতে পারেননি । কাঁটাতারের বেড়ার এক পাড়ে চলছে খেজুর তলার কালচারের বিপস্নব ,অপর পাড়ে কাঁচা কলা আর সিং মাছের ঝোলের টস টসানি । অলসতা আর আধুনিকতার আড়ালে পরা বাঙ্গালীজাতি ২১আর ৭১'র শক্তিতে বলিয়ান হতে পারলে খুব বেশীদিন লাগবেনা বিশ্ববাসীর বুঁকে দাড়িয়ে গর্ব করতে । জাতিসংঘ এখনো আমাদের কথা কানপেতে শুনেনি । প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুখে দাবি করেছেন বাংলাকে আর্ন্তজাতিক ভাষা হিসাবে জাতিসংঘের দপ্তরে লিপিবদ্ধ করা হউক । মিষ্টি দিয়ে দই জমে না টক দিতে হয় , ১৯৭৪ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতিসংঘের অধিবেশন তিনঘণ্টা মুলতবি রেখে বাংলায় ভাষন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বাঙ্গালীজাতি নির্বোধ বোকা নয় ।বুঝে সবই করতে চায়না ।